DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে
সত্যের সাথে, সত্যের পথে
সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 16 Aug 2026, 06:17 AM

সারাদেশ

১১ বছর বয়সে ফেসবুকে পরিচয়ে প্রেম, ১৩তেই মা

প্রতিবেদক: প্রোব ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: বুধবার, ২৯ জুলাই ২০২৬, ১২:৪৫ PM

ছবি: সংগৃহীত

ফেসবুকে পরিচয়, প্রেম। অতঃপর বছর দুই বছর আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ১১ বছরের অনামিকা আক্তার জুঁই ও ২০ বছরের যুবক শাকিল ওরফে শাকিব মিয়া। একসময় কোলজুড়ে আসে এক ছেলে সন্তান। সেই শিশুকে কেড়ে নিয়ে মাকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ স্বামী-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। ১৩ বছরের জুঁই ৭ মাসের ছেলেকে ফিরে পেতে দ্বারস্থ হয়েছেন আদালতের।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) ঢাকার চিফ লিগ্যাল এইডের বিচারক মো. সায়েম খান বাচ্চাটিকে তার শিশু মায়ের কাছে থাকার আদেশ দেন। আড়াই মাস পর ছেলেকে কোলে ফিরে পেয়েছেন জুঁই।

আড়াই মাস আগে শিশুটিকে রেখে মা জুঁইকে বাসা থেকে বের দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ এনে গত ১ জুলাই লিগ্যাল এইডে এমন অভিযোগ দেওয়া হয় শাকিল এবং তার মা আছমার বিরুদ্ধে। বাচ্চাকে উদ্ধারের প্রার্থনা জানান জুঁই। তাদের ১৬ জুলাই লিগ্যাল এইডে হাজির

হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে ওইদিন তারা হাজির হননি। এজন্য বিচারক সায়েম খান শিশুটিকে উদ্ধার করতে চকবাজার থানা পুলিশকে নির্দেশ দেন। নির্দেশমতে গতকাল সোমবার শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

মঙ্গলবার শাকিল ও তার মা আছমা লিগ্যাল এইডে হাজির হন। শিশুটিকেও নিয়ে আসা হয়। আসেন জুঁইও। পরে শুনানি শুরু হয়।

প্রথমে বিচারক সায়েম খান শিশুটির বাবাকে ডেকে নিয়ে পাশে বসান। এরপর জুঁইকেও ডেকে নিয়ে সামনে বসানো হয়। এসময় জুঁইয়ের কোলে ছিল তার ৭ মাসের বাচ্চাটিও। সেখানে দুপক্ষের আইনজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বিচারক জুঁইয়ের কাছে জানতে চান, "তোমার বাবু?" জুঁই বলেন, "হ্যা। আমার ছেলে।" ছেলেকে পেয়ে খুশি কি না জানতে চান বিচারক। জুঁই বলেন, "অনেক খুশি।"

এরপর বিচারক সবার উদ্দেশ্যে বলেন, "জুঁই প্রথম যেদিন এখানে আসে, বিশ্বাস করিনি ওর বাচ্চা আছে। বিশ্বাস করার মতোও না বিষয়টা। সে নিজেও একটা বাচ্চা।" এরপর বিচারক শাকিলের কাছে তার বয়স জানতে চান। শাকিল বলেন, "২২ বছর বয়স।"

এটুকু মেয়েটাকে কীভাবে নিয়ে গেলে বিচারক জানতে চাইলে শাকিল দাবি করেন, "যখন নিয়ে গেছি প্রাপ্তবয়স্ক। ওর একটা মামাতো বোন আছে। ওর চেয়ে এক বছরের ছোট। তার থেকে ওকে তিন গুন বড় দেখায়।"

জোর করে আটকে রাখা হয়েছে কি না বিচারক জানতে চান। শাকিল বলেন, "না আটকে রাখিনি।" এসময় জুঁইয়ের আইনজীবী মৃনাল কান্তি মিত্র বিচারককে বলেন, "পারিবারিক কোর্টে গার্ডিয়ানশিপের মামলাও করে দিয়েছে।" পরে বিচারক শিশুটি তার মায়ের কাছে থাকবে মর্মে জানান।

এ পর্যায়ে শাকিলের আইনজীবী খন্দকার মো. শাহজাহান ইসলাম বিচারককে বলেন, "বাচ্চাকে আটকে রাখা হয়েছে এমন অভিযোগ যদি মনে করি তাহলে বিষয়টা একপক্ষে চলে যায়। আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, ঘটনা কিন্তু ঘটে গেছে। মা তার বাচ্চাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। এজন্য তাকে আর তার মায়ের কাছে দেওয়া যায় না। এজন্য গার্ডিয়ানশিপের মামলা করি। এখন বাচ্চাটা মায়ের কাছে গেলে বিষয়টা সাংঘর্ষিক হয়ে যায় না?"

তখন বিচারক বলেন, "যেহেতু বাচ্চাটাকে নিয়ে আসা হয়েছে, মায়ের কাছে থাকুক। মানবিক দিক তো দেখতে হবে।"

বাচ্চাকে মায়ের কাছে রাখার আদেশ দিয়ে আগামী মঙ্গলবার শুনানির পরবর্তী দিন রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন লিগ্যাল এইড অফিসে কর্মরত (জেল অর্ডার) মো. লুৎফর রহমান। শুনানি শেষে জুঁই বিচারকের কাছে জানতে চান, বাচ্চা তার কাছে থাকবে কি না। বিচারক বলেন, "হ্যা, তোমার কাছে থাকবে।"

জুয়েল খান ও লিমা আক্তারের একমাত্র কন্যা জুঁই। জুয়েল খান অটোরিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আর লিমা আক্তার দুই বছর আগে জীবিকার তাগিদে সৌদি আরব যান। মেয়েকে নিয়ে জুয়েল খান হাজারীবাগ এলাকায় বসবাস করতেন। এদিকে সৌদি আরবে থাকাবস্থায় লিমা মেয়ের বিয়ের কথা শুনতে পান। ১৪ দিন আগে দেশে ফিরেছেন। আজ তিনিও লিগ্যাল এইড অফিসে উপস্থিত হন। তার স্বামী জুয়েল খানও ছিলেন।

লিমা অভিযোগ করে বলেন, "আমার মেয়ে পড়াশোনা করতো। এই ছেলে ফুঁসলায়ে আমার মেয়েকে নিয়ে অনেক দিন রাখে। এরপর নিয়ে আসি। আবার আমার মেয়েকে নিয়ে গেছে। আমি তো শুরু থেকেই এই ছেলের কাছে মেয়ে দেবো না। আমার যদি ছেলের ফ্যামিলি দেখে

পছন্দ হয় নাই। আমি মেয়ে দেব কেন? আমার মেয়ের তো বিয়ের বয়স হয়নি। ওর কেবল ১৩ বছর বয়স।

জুয়েল খান বলেন, তাকে (শাকিলকে) বলি আমার মেয়ে মেট্রিক পরীক্ষা দিবে তারপর বিয়ের কথা বলবো। ও আমার মেয়েকে ভাগায় নিয়ে যায়। এক সপ্তাহ রাখে। মান-সম্মানের দিকে তাকায়ে কিছু বলিনি। পরে আবার ভাগায়ে নিয়ে আমার মেয়েকে বিয়ে করছে। কোন জায়গায় গিয়ে বিয়ে করছে তাও আমি জানি না। আমাকে অনেক হুমকি-ধমকি দিছে।

শাকিল বলেন, ফেসবুকে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয়ের মাসখানেক পর আমাকে বলে, তাকে নিয়ে আসতে। না নিয়ে আসলে মরে যাওয়ার হুমকি দেয়। কিছু চিন্তা না করে নিয়ে গেছি। বিয়ে করছি। আমার মা ওরে মাইন্যা নিছে। আমার মা ওরে নামাজ-কালাম পড়তে কয়। আমার মাকে আজে-বাজে কথা বলতো। মায়ের সাথে বনতো না। ওর জন্য আমি আমার কাছেও অনেক অত্যাচার করছি।

তিনি বলেন, পরে ও চলে যায়। ওর বাপে ওকে বরিশালে নিয়ে আটকে রাখে। বাচ্চা হওয়ার পরে আবার আমার বাসা সোয়ারীঘাটে নিয়ে আসি। আনার পর ওর বাবা যখন আমাদের বাসায় আসতো, তখন ঝগড়া বাঁধতো। একা থাকলে ঝগড়া হতো না। আমাকে ঘরজামাই থাকতে বলে। আমি থাকি না। ওর বাপে স্ট্রোক করছে এ কথা বলে তিন মাস আগে এক ঘণ্টার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়। বাচ্চা রেখে যাই। এরপর আর কোনো খোঁজ-খবর নেয় নাই তিন মাসের মধ্যে। এখন তারা দরদ দেখাইতেছে।

জুঁইয়ের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শাকিল। জুঁইয়ের আইনজীবী মৃনাল কান্তি মিত্র বলেন, শুটিং স্পট দেখানোর কথা বলে মেয়েটাকে নিয়ে সেখান থেকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে আটকে রাখে। শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। ব্ল্যাংক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নিয়ে বলে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামীর অধিকার দেখিয়ে তাকে বারবার নির্যাতন করে। গত ১ জানুয়ারি বাচ্চা ডেলিভালি হয়। বাচ্চাকে রেখে গত মে মাসে ভিকটিমকে বিদায় করে দেয়। বাচ্চাটাকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে নিতে গার্ডিয়ানশিপের মামলা করে। তারা নিরুপায় হয়ে লিগ্যাল এইডে আসে। বাচ্চা উদ্ধারে সার্চ ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়। আজ বাচ্চাকে এখানে নিয়ে আসা হয়। বাচ্চাটা মায়ের কাছে থাকবে এমন আদেশ এসেছে।

এ বিভাগের আরও খবর

রাঙামাটিতে পিকআপ উল্টে নিহত ৪

রাঙামাটির মানিকছড়িতে পিকআপ উল্টে দুই নারীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আরো তিনজন আহত হয়েছেন।রবিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের...

চাঁদার ৫০ হাজার টাকা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে হাতুড়িপেটার অভিযোগ

নওগাঁর মান্দায় ৫০ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে হাতুড়ি ও লোহার রড দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) বেলা ১১টার দি...

মসজিদের ভেতরে মুসল্লিকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখম

নওগাঁর মান্দায় মসজিদের ভেতরে ঢুকে মামুনুর রশিদ মামুন (৩৮) নামের এক মুসল্লিকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (১৫ আগস্ট) ভো...

শোক দিবসে খিচুড়ি রান্নার সময় ইউপি চেয়ারম্যানসহ ২ জন গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় শোক দিবস উপলক্ষে খিচুড়ি রান্নার সময় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানসহ দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছেন পুলিশ। শনিবার (১৫...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/saradesh/11-bchhr-byse-fesbuke-prichye-prem-13tei-ma